দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 JAN 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

05

শিল্পমন্ত্রীর গাড়ির বহরের ওপর হামলা

খুলনায় ছাত্র সংঘর্ষ ।। আহত ২৫ আওয়ামী লীগ অফিসে আগুন

খুলনা, ১৯শে জানুয়ারি (জেলা বার্তা পরিবেশক)।–মহানগরীর দু'টি কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজ ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (আ–অ) কর্মীদের মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ২৫ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালে আওয়ামী লীগ কার্যালয় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ মঙ্গলবার খুলনায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করেছে। অন্যদিকে শিল্পমন্ত্রী শামসুল ইসলাম খান ও সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমানের গাড়ির বহরের ওপর বিক্ষুব্ধ যুবকরা হামলা চালায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, স্থানীয় সিটি কলেজের নির্বাচন চলাকালে বুথে ভোটার প্রবেশ নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়। তারপর বেলা ১১টার দিকে উভয়পক্ষের মধ্যে হকিস্টিক, রামদা, চাইনিজ কুড়াল, লাঠিসোঁটা ও বোমা নিয়ে প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী সংঘর্ষ হয়।

খুলনায় সরকারী মহিলা কলেজের নির্বাচনে ভিপি ও এজিএসসহ অধিকাংশ আসনে ছাত্রদল প্রার্থীরা জয়লাভ করার পর একটি বাস ও ট্রাকসহ ছাত্রদলের ছাত্রী–কর্মীরা দলীয় অন্য কর্মীদের নিয়ে বিজয় মিছিল বের করে। মিছিলটি আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের কাছাকাছি পৌঁছলে সন্ধ্যা পৌনে ৬টার সময় একদল যুবক

খুলনা ঃ পৃঃ ৮ কঃ ২

খুলনা ঃ ছাত্র সংঘর্ষ

(১ম পাতার পর)

ইট–পাটকেল নিক্ষেপ করে। এসময় নব নির্বাচিত ভিপি সাহারা পারভীন ও এজিএস রুনা শেখসহ ৫ জন ছাত্রী সামান্য আহত হয় বলে ছাত্রদল সূত্র জানায়।

এই ঘটনার এক ঘন্টা পর রাত ৭টার দিকে সিটি কলেজের ছাত্রদলের কর্মী পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে বিজয় মিছিল নিয়ে শহরের মূল কেন্দ্রের দিকে আসে। ছাত্রীমিছিলে হামলার কথা শুনে শতাধিক যুবক শহীদ হাদিস পার্কের সামনে অবস্থিত আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। এ সময় কার্যালয় বন্ধ ছিল।

এই ঘটনার পর তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় প্রেসক্লাবে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা সামছুর রহমান মানি এবং ছাত্রলীগ নেতা শামীম রেজা খান আওয়ামী লীগ কার্যালয় ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের জন্য ছাত্রদল কর্মীদের দায়ী করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রদলের হামলার প্রতিবাদে আগামীকাল বিক্ষোভ দিবস ও পরশু মঙ্গলবার অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়।

এদিকে রাত সোয়া ৮টার দিকে শিল্পমন্ত্রী ও খুলনার মেয়র একবহর গাড়ি নিয়ে খালিশপুরস্থ নিউজপ্রিন্ট মিলে যাওয়ার পথে পৌর কর্পোরেশনের পানির ট্যাংকের সামনে একদল ছাত্রলীগ কর্মীর মিছিলের মধ্যে পড়ে যান। মিছিলকারী যুবকরা ইট–পাটকেল দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ির বহরের ওপর হামলা চালায়। তবে কেউ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

আজ সন্ধ্যার আগ থেকে মহানগরীর কেন্দ্রস্থল পিকচার প্যালেস সিনেমা হলের মোড়, কেডি ঘোষ রোড, ধর্মসভা প্রভৃতি এলাকায় ভীতির সঞ্চার হয়। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়। মহানগরীতে সকাল থেকে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অসংখ্য বোমা ফেটেছে।

মহানগরীতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। কোন গ্রেফতারের খবর পাওয়া যায়নি। ঘটনার জন্য ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করে বিবৃতি দিয়েছে।